প্রথম আলো

তারিখ ... 15 JAN 2017
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... 2

মেরাদিয়া সরকারি বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষকের সংকট

মুসা আহমেদ

মেরাদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষকের সংকট রয়েছে। বর্তমানে একটি কক্ষে গাদাগাদি করে গড়ে ৮০ জন শিক্ষার্থী ক্লাস করে। বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ ময়লা-আবর্জনায় ভরা।

এই বিদ্যালয়ের সীমানাপ্রাচীর না থাকায় শ্রেণিকক্ষের সামনে বাসাবাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলছেন বাসিন্দারা। এতে দুর্গন্ধে শিক্ষার্থীদের ক্লাস-পরীক্ষা ব্যাহত হচ্ছে।

১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত মেরাদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ৩৬টি শাখায় প্রায় ২ হাজার ২০০ শিক্ষার্থী রয়েছে। এতে শিক্ষক রয়েছেন ২৫ জন। তিনটি ভবনে শ্রেণিকক্ষ আছে ১৭টি। ২০১৫ সাল থেকে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়। বিদ্যালয়টি ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) ৩ নম্বর ওয়ার্ডের আওতাধীন।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের আয়তন হিসেবে এক কক্ষে সর্বোচ্চ ৪০ জন শিক্ষার্থী বসতে পারে। কিন্তু সেখানে ৮০ জন করে বসতে হয়। এতে বেঞ্চে খাতা-কলম, বই ও ব্যাগ রাখতে সমস্যা হয়। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ কমে যায়। গ্রীষ্মকালে এই অবস্থা ভয়াবহ রূপ নেয়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মরিয়ম খানম *প্রথম আলোকে* বলেন, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, একটি শ্রেণিকক্ষে ৪০ জন শিক্ষার্থীকে পাঠদান করাবেন একজন শিক্ষক। কিন্তু তাঁর বিদ্যালয়ে প্রতিটি কক্ষে ৮০ থেকে ৯০ জন শিক্ষার্থীকে ক্লাস করতে হয়। এই এলাকায় অন্য কোনো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করতে হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কেউ ভর্তি হতে চাইলে তাকে ভর্তি করাতে হয়। তারপরও এ বছর প্রায় ১ হাজার শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা সম্ভব হয়নি।

মেরাদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান ফটক

মেরাদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সূত্র জানায়, বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণিতে ৪০০ জন, দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৪০০, তৃতীয় শ্রেণিতে ৩৫০, চতুর্থ শ্রেণিতে ৩৫০, পঞ্চম শ্রেণিতে ২৫০, ষষ্ঠ শ্রেণিতে ২০০, সপ্তম শ্রেণিতে ১৮০, অষ্টম শ্রেণিতে ১৩০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এবার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ২৬৪ জন পরীক্ষার্থীর সবাই ভালো ফল পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, বিদ্যালয়ের তিনটি ভবনের বিভিন্ন কক্ষে শিশু, প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির ক্লাস চলছে। তিন ফুট দৈর্ঘ্যের একটি বেঞ্চে বসে ক্লাস করছে চারজন শিক্ষার্থী। অধিকাংশ বেঞ্চ ভাঙাচোরা। এভাবে গাদাগাদি করে প্রতিটি কক্ষে ৭০ থেকে ৮০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। সব শ্রেণিকক্ষে প্রচুর ধুলাবালু জমে আছে। বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের সামনে বাসাবাড়ির বর্জ্য স্তূপ হয়ে আছে। এই অংশে বিদ্যালয়ের কোনো সীমানাপ্রাচীর নেই। বাতাসে বর্জ্যের দুর্গন্ধ শ্রেণিকক্ষে ঢুকছে। সপ্তম শ্রেণির কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নাক চেপে ক্লাস করতে দেখা গেছে।

পুরোনো ভবনের নিচতলা মাঠ থেকে দুই ফুট নিচু। সব কটি শ্রেণিকক্ষের বেঞ্চ, দরজা ও জানালা ভাঙা। মাঠে ময়লা-আবর্জনা ছড়িয়ে রয়েছে। বাতাসে উড়ছে ধুলাবালু। মাঠের উত্তর-পূর্ব কোণে শহীদ মিনারের পাদদেশে বসে আড্ডা দিচ্ছেন মহল্লার কয়েকজন তরুণ। এসব তরুণই ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করেন বলে অভিযোগ করেছেন একাধিক শিক্ষক।

ওই বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির নক্ষত্র শাখার ছাত্রী রাবেতা ইসলাম বলে, গাদাগাদি করে ক্লাস করায় গ্রীষ্মকালে গরমে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। একই শ্রেণির গ্যালাক্সি শাখার ছাত্র জাহিদুল ইসলাম বলে, বিদ্যালয়ের সামনে বর্জ্য ফেলায় দুর্গন্ধে ক্লাস করা যায় না। বর্ষায় এই বর্জ্য পচে আরও বেশি দুর্গন্ধ ছড়ায়।

বিদ্যালয় পরিচ্ছন্ন রাখতে অন্তত পাঁচজন এমএলএসএস দরকার বলে জানিয়েছেন সহকারী শিক্ষক সৈয়দ তানভিরুল আমিন। দুজন পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগ দিয়েছে ব্যবস্থাপনা কমিটি। কিন্তু তাঁদের দিয়ে পুরো ক্যাম্পাস পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না। তাই তাঁদের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কাজ করতে হয়।

ডিএসসিসির ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও সদস্যসচিব মাকসুদ হোসেন বলেন, বিদ্যালয়টির পড়াশোনার মান ভালো হওয়ায় শিক্ষার্থী ভর্তির চাহিদা বেশি। ওই তিনটি ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও দুই পালায় ক্লাস চালু করলে শ্রেণিকক্ষের সংকট লাঘব হবে। আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে বিদ্যালয়ের সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ করা হবে।